রাজনৈতিক তত্ত্বের বর্তমান অবস্থার উপর একটি টীকা লেখ/রাজনৈতিক তত্ত্বের অবনমনের প্রধান কারণ গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।৫/১০

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় রাজনৈতিক তত্ত্বের অবস্থানের ওপর বিতর্ক রয়েছে। একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে বর্তমানে রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, আবার আরেকদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্বের অবনমন ঘটেনি বরং এক ধরনের পুনরুত্থান ঘটেছে।
এই বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত ডেভিড ইস্টনের দ্য ডিক্লাইন অফ মডার্ন পলিটিকাল থিওরি(The Decline of Modern Political Theory)প্রবন্ধের মাধ্যমে।
ইস্টন রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাসের মূলত চারটি কারণ বলেছেন-
১.**ইতিহাস সর্বস্বতা-** ইস্টনের মতে স্যাবাইন, ডানিং, লিন্ডসে প্রমূখ লেখকগণ রাজনৈতিক তত্ত্বের আদর্শ ও মূল্যবোধকে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন কোন রাজনৈতিক মূল্যবোধযুক্ত তত্ত্ব গড়ে তোলার আগ্রহ দেখাননি। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক তত্ত্বের অবনমন ঘটেছে।
২.**নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ**-রাজনৈতিক ঘটনার বিশ্লেষণে মূল্যবোধকে পরিহার করা হয়েছে অর্থাৎ রাজনৈতিক গবেষণা হয়েছে মূল্যমান নিরপেক্ষ। হিউম, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমূখ এই ধারার পক্ষপাতী। তবে ডেভিড ইস্টন, ম্যানহেইম প্রমূখ এই ধারার বিরোধিতা করে বলেছেন যে রাজনৈতিক তত্ত্ব থেকে মূল্যবোধকে পুরোপুরিভাবে পরিহার করা সম্ভব নয় কারণ সমাজের মূল সমস্যার প্রতি সংবেদনশীলতা গড়ে তোলাই প্রতিটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কর্তব্য।
৩. **বিজ্ঞান ও তত্ত্বের মধ্যে বিভ্রান্তি**- আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশ্রয় নেন ঠিকই কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনার পেছনে যে সকল কারণ ক্রিয়াশীল থাকে সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে বিশ্লেষণ করে ওঠা সম্ভব হয়না। এই কারনেই ডেভিড ইস্টনের মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এটিকে রাজনৈতিক তত্ত্বের অবনমনের একটি প্রধান কারণ হিসেবে দেখেছেন।
৪. **ঘটনা ও তথ্যের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব-** অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষকেরা ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন কিন্তু তত্ত্ব সৃষ্টির ব্যাপারে ততটা আগ্রহ দেখাননি। সাম্প্রতিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জনমত, সংসদীয় নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কিন্তু কোন নতুন রাজনৈতিক তত্ত্ব গঠন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই কারণেই তারা তথ্যের ও ঘটনার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানকে রাজনৈতিক তত্ত্বের অগ্রসরে একটি বাধা হিসেবে দেখেছেন।
ডেভিড ইস্টনের মত আলফ্রেড কোব্বান ও  তার ইথিকস এন্ড দ্য ডিক্লাইন অফ পলিটিকাল থিওরি (Ethics and the Decline of Political Theory) প্রবন্ধে রাজনৈতিক তত্ত্বের অবনমনের কিছু প্রধান কারণ দেখিয়েছেন। রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাসের একটি অন্যতম কারণ হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে সাবেকি চিন্তাবিদদের ন্যয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অভাব। এছাড়া কোব্বান পরিবর্তিত পরিস্থিতি যেমন রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সম্প্রসারণ, সমাজের সমস্ত স্তরে আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলিকে রাজনৈতিক তত্ত্বের অবনমনের কারণ হিসেবে দেখেছেন। অনেকে মনে করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কোন তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেনি। সামাজিক বিজ্ঞানে দৃষ্টবাদের প্রভাবকেও রাজনৈতিক তত্ত্বের অবনমনের একটি প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হয়েছে।
**রাজনৈতিক তত্ত্বের বর্তমান অবস্থা**

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে রাজনৈতিক তত্ত্বের কিছুটা গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে ঠিকই কিন্তু রাজনৈতিক তত্ত্বের মৃত্যু ঘটেছে বলে বলা যাবে না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক তত্ত্বের গতিপ্রকৃতির বদল হয়েছে। দাঁতে জার্মিনো, ডেভিড মিলার, ল্যারি সিডেনটপ প্রমূখ লেখকগণ মনে করেন যে সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক তত্ত্বের পুনরুত্থান ঘটেছে। তাঁরা অত্যাধুনিক গবেষণাগুলোতে একটি বিশেষ ধরনের মূল্যবোধের প্রাধান্যকে খুঁজে পেয়েছেন। জারমিনো তাঁর গ্রন্থ  Beyond Ideology, The Revival of Political Theory তে বলেছেন যে উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক তত্ত্বের অবক্ষয় ঘটেছে যার প্রধান কারণ তিনি দৃষ্টবাদ কে দেখিয়েছেন। রাজনৈতিক তত্ত্বের পুনরুত্থানের সাথে যে সমস্ত চিন্তাবিদের নাম বিশেষভাবে যুক্ত হয়েছে তাঁরা হলেন Hannah Arendt,  Michael Oakeshott, Leo Strauss, Eric Voegelin প্রমূখ. হানা আরেন্দ 1958 সালে প্রকাশিত The Human Condition গ্রন্থে মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদাবোধ পুনরাবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। এরিক ভোয়েগেলিন 1952 তে তাঁর The New Science of Politics গ্রন্থে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের দিক থেকেই রাজনৈ্তিক তত্ত্বের গুরুত্বের কথা বলেছেন।

রাজনৈ্তিক তত্ত্বের পুনরুত্থানের সাথে নয়া-উদারনীতিবাদীদের নাম বিশেষভাবে যুক্ত। হায়েক, নোজিক, রলস, বুকানন প্রমুখ নয়া-উদারনীতিবাদীরা সামাজিক ন্যায়, কল্যানমুলক অধিকারসমুহ, উপযোগিতাবাদ, পুরসমাজ, সমভোগতন্ত্রবাদ, নারীবাদ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং রাজনৈ্তিক তত্ত্বের আলচনাকে একটি নতুন দিশা দিয়েছেন।